তফসিল
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি
[ধারা ৩৭ (২) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে—

(ক) ''আইন'' অর্থ রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬; এবং

(খ) ''সিনেট'', ''সিন্ডিকেট'', ''একাডেমিক কাউন্সিল'', ''কর্তৃপক্ষ'', ''কর্মকর্তা'', ''অধ্যাপক'', ''সহযোগী অধ্যাপক'', ''সহকারী অধ্যাপক'', ''প্রভাষক'', ''কর্মচারী'' এবং ''রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট'' অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী এবং রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট।

২। অনুষদ।— (১) কোন অনুষদ উহার ডিন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ডিন, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানগণ।

(গ) অনুষদভুক্ত ১০ (দশ) জন অধ্যাপক, অধ্যাপক না থাকিলে সহযোগী অধ্যাপক, যাহারা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক, যাহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন শিক্ষক, যাহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ৩ (তিন) জন ব্যক্তি, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকরিতে নিয়োজিত নহেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে—

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) অনুষদের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকদের নাম সুপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩। পাঠক্রম কমিটিসমূহ।— (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠক্রম কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিভাগের শিক্ষকগণ;

(গ) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের ২ (দুই) জন শিক্ষক; এবং

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয় বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন হইবেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ব্যক্তি।

(৪) পাঠক্রম কমিটি পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ না থাকিলে, অনুষদের ডিন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের ৫(পাঁচ) জন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৭) পাঠক্রম কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষার কারিকুলাম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করিবে;

(খ) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিবে;

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে;

(ঘ) বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের গবেষণা, সন্দর্ভ বা থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৪। **পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি।—** পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তিকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(গ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

৫। **বাছাই বোর্ড।—** (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের অন্যূন ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞসহ চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ; এবং

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকরিতে নিয়োজিত নহেন।

(২) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;

(ঙ) বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থা হইতে মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ছ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ।

(৩) বাছাই বোর্ড প্রত্যেক ২ (দুই) বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নূতন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

(৪) কোন বাছাই বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত বোর্ড কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্মচারী নিয়োগের জন্য সংবিধি দ্বারা কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কোন বাছাই বোর্ডের মনোনীত কোন সদস্য ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, তাহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে কোন সদস্য কেবল তাহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(৭) বাছাই বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগদান করিবে।

(৮) বাছাই বোর্ড বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান বা শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা বিভাগ বা শাখা প্রধানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণত অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬। **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।-** (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাহাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর প্রয়োজনে এক বা একাধিক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ-

(ক) বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, হাতে-কলমে প্রদর্শন ও কর্মশিবিরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষাদান করিবেন;

(খ) গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবেন;

(গ) শিক্ষার্থীগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবেন, তাহাদিগকে পথ নির্দেশ দিবেন এবং তাহাদের কার্যক্রম তদারক করিবেন;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং উহার অনুষদ ও অন্যান্য সহ-শিক্ষাক্রমিক সংস্থার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে, পরীক্ষা নির্ধারণে ও পরিচালনায় পরীক্ষার উত্তরপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়নে এবং গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, অন্যান্য শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষা ক্রমিক কার্যাবলির সংগঠনে কর্তৃপক্ষসমূহকে সহায়তা করিবেন;

(ঙ) ভাই-চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে, পরামর্শক হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কাজের জন্য প্রাপ্ত পারিতোষিকের এক-পঞ্চমাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন;

(চ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর, ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য ও দায়িত্ব সম্পাদন ও পালন করিবেন; এবং

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক খন্ডকালীন বা পূর্ণকালীন অন্য কোন কাজ বা চাকরি করিতে পারিবেন না।

৭। **অর্গানোগাম প্রণয়ন।-** বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত একটি অর্গানোগ্রাম বা সাংগঠনিক কাঠামো অনুসরণ করিবে এবং উক্ত অনুমোদিত অর্গানোগ্রামের বাহিরে কোন পদে কোন ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া যাইবে না।

৮। **কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।-** (১) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক, পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এবং সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার ১ (এক) জন সদস্য;

(ঙ) সিন্ডিকেটের ১ (এক) জন সদস্যসহ উক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ; এবং

(চ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথা:-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) ট্রেজারার;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন ডিন;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকরিতে নিয়োজিত নহেন;

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধান।

৯। অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য।- অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

১০। সম্মানসূচক ডিগ্রি।- কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক, সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

১১। রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট।- (১) গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট তাহার নাম রেজিস্ট্রিকরণের প্রথম হইতে ক্রমাগতভাবে ১৫ (পনের) বৎসরের বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েট উপরোক্তভাবে রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার পর যে কোন সময়ে ফিস বাবদ এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া অনুরূপ ফিস প্রদানের তারিখ হইতে আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৪) গ্র্যাজুয়েটদের তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন সদস্য; এবং

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার ১ (এক) জন সদস্য।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৬) তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-ধারা (৪) এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৭) রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী হইবেন।

১২। শিক্ষাক্রম।- এই আইনের বিধান অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১৩। বিভাগ।- (১) বিভাগীয় চেয়ারম্যান অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) প্রত্যেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিভাগীয় অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপকের মধ্য হইতে পালাক্রমে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক অথবা সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে ১ (এক) জনকে পালাক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন :

আরো শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে বিভাগের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইবে।

ব্যাখ্যা: এ সংবিধির জন্য পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং ২ (দুই) ব্যক্তির পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকরিকালে দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) ডিনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহার বিভাগে শিক্ষাদান, গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডিনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাধারণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৬) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা :-

(ক) শিক্ষার্থী ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচি;

(গ) পরীক্ষা;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক কার্যাবলি।

(৮) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৩ (তিন) জন হইতে হইবে।

(৯) পরিকল্পনা কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :-

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ।

১৪। রেজিস্ট্রারের কর্তব্য।- রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মকর্তা হইবেন, এবং তিনি-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র ও সাধারণ সীলমোহর এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক তাহার তত্ত্বাবধানে অর্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিবেন;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিলের সচিব হইবেন;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় রেজিস্ট্রার সচিব হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বক্তৃতা, হাতে-কলমে প্রদর্শন, টিউটোরিয়াল, পরীক্ষাগারের কাজ, গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশোনাসহ একাডেমিক শিক্ষকমণ্ডলীর কাজের সময়সূচি ও ব্যক্তিগত পথ নির্দেশনার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির তদারকীর ব্যাপারে ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক তাহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; এবং

(ছ) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এবং ভাইস- চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)।- (১) পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন কর্মকর্তা হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৬। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)।- (১) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন কর্মকর্তা হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৭। পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা)।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক কিংবা ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৮। প্রক্টর ।- (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক কিংবা ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২(দুই) বৎসরের জন্য ১(এক) জন প্রক্টর এবং প্রয়োজনে, সহযোগী অধ্যাপক কিংবা সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের, যদি থাকে, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব।- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব হইবে-

(ক) বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা;

(খ) গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করা;

(গ) আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি, পাঠক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠ্যক্রমিক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ দান ও শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলির তত্ত্বাবধান করা; এবং

(চ) সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

২০। আর্থিক সুবিধা।- (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার উপর দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনার্জিত বেতন বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একইসঙ্গে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

২১। অবসর।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ৬৫(পঁয়ষট্টি) বৎসর এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০(ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে কোন স্কলার শিক্ষককে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক কিংবা প্রফেসর এমেরিটাস পদে নিয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত বর্ণিত মেয়াদ গণ্য করা যাইবে না।

২২। আনুতোষিক।- কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর কিন্তু ১০ (দশ) বৎসরের কম চাকরি করার পর চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে তিনি যত বৎসর চাকরি করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাহার সর্বশেষ গৃহীত বা প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের হার অনুযায়ী সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

২৩। অবসর ভাতা।- কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর চাকরি করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার সময় সময় অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা, তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

২৪। সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।- (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধি মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। কল্যাণ তহবিল, ট্রাস্টি বোর্ড ও তহবিল ব্যবস্থাপনা।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথা: —

(ক) ৬০ (ষাট) বৎসরের বেশি বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত; এবং

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) শিক্ষক, মূল বেতনের ০.৫০%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, মূল বেতনের ০.২৫%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%; এবং

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিন্ডিকেটের সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; এবং

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

(৪) কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তদ্কর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে, তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

(৬) তহবিলের টাকা প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৭) ট্রেজারার প্রতি অর্থ বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কি পরিমাণ অর্থ কি শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারণ করিবে।

(৮) ট্রেজারার অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারি নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৯) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথা :-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের ১ (এক) জন সদস্য;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য;

(ঙ) রেজিস্ট্রার; এবং

(চ) ট্রেজারার, যিনি উহার সচিবও হইবেন।

(১০) কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাহাদের পরিবারবর্গের দাবি মিটানো, মঞ্জুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের থাকিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড এই আইন, তদাধীন প্রণীত অন্যান্য বিধি এবং এই সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

(১১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথা :—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকরিচ্যুত হইলে, তাহাকে, অথবা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে;

(খ) চাকরিরত অবস্থায় কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারকে;

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি ট্রাস্ট্রি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়কাল চাকরি করিয়া থাকিলে, তাহাকে বা তাহার পরিবারকে;

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা ট্রাস্ট্রি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাহার বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যেদিন তিনি উক্ত মঞ্জুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত ১০ (দশ) বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে।

(ই) এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(১৩) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় ট্রাস্টি বোর্ড কতৃর্ক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে ট্রাস্টি বোর্ড লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৬। কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম।- অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার ৫০ শতাংশ উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

২৭। সংবিধির ব্যাখ্যা।- এই সংবিধির কোন বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।